২৫।

আজকের কাগজ

তারিখ 14 APR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

# ঢা.বি ভিসি এমাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৩০ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ!

বিপ্লব রহমান ঃ স্বয়ং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে। বিদেশ ভ্রমণকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি কানাডা ও শ্রীলংকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর ঐ টাকা তিনি ঢা.বি তহবিল থেকে ভ্রমণ ভাতার খাত থেকে গ্রহণ করেন। অথচ ঢা.বি ভিসি'র বিদেশ ভ্রমণের যাবতীয় খরচ ঐ দেশ দুটিই বহন করেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ঐ বিদেশ সফর বাবদ ঢা.বি ভিসি কোনো 'ভ্রমণ ভাতা' পাবেন না। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে এসব খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, ভিসি. এমাজউদ্দীন গত বছর ৩০ আগস্ট কানাডার মন্ট্রিলে নবম উত্তর আমেরিকা-বাংলাদেশ সম্মেলনে এবং একই বছর ২৪-২৮ সেপ্টেম্বর তিনি দক্ষিণ এশিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধিদের প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলনে শ্রীলংকার কলম্বোতে যান। এ বিষয়ে চ্যান্সেলরের সচিবালয় থেকে গত বছর যথাক্রমে ২৯ জুলাই ও ২৩ আগস্ট ইস্যুকৃত দুটি পৃথক সরকারি চিঠিতে অনুমতি গ্রহণ করা হয় (সূত্র ঃ ঢাইউ/২/৯৫/২৩৭ ও ১৪/৯৪/২৫৩)। এ চিঠি দুটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উক্ত ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয়ভার সম্মেলন কর্তৃপক্ষ বহন করিবে। উহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশ সরকারের কোনো

এরপর ২ এর পাতায়

## ঢা.বি ভিসি

শেষের পাতার পর

আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।'

এ সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ঢা.বি ভিসি সম্মেলন দুটিতে যোগ দিয়ে দেশে ফেরার পর গত বছরই একটি বিলের মাধ্যমে 'ভ্রমণ ভাতা খাত' থেকে ২৮ হাজার ২১৬ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে গ্রহণ করেন। (সূত্র ঃ বিল নম্বর-৮১৪, ৬/১১/৯৫)। এ বিল দাখিল করার পর এর অনিয়মের দিকটি উল্লেখ করা হলেও অধ্যাপক এমাজউদ্দীন এতে কর্ণপাত করেননি বলে সূত্রটি জানায়। সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টির আশু তদন্ত দাবি করেছে।